ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 2023

মাধ্যামিক স্তরঃ পর্যায় - ২
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

আগস্ট 2024
শ্রাবণ ১৯৪৬

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

প্রকাশনা বিভাগে প্রকাশিত সচিব, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়াদিল্লি 110016 এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত , বি - 3/1, ওখলা শিল্প এলাকা, ফেজ - ২, নয়াদিল্লি 110016

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 সংখ্যক পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক

4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা

5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ

6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা

7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান

8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম

9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া

10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া

11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়

12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)

13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া

14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

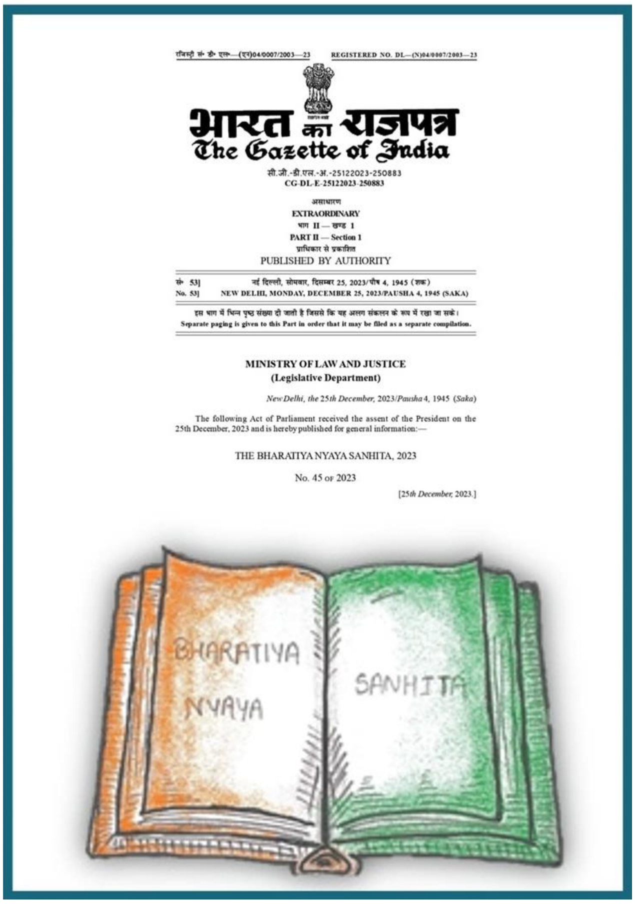
रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250883
CG-DL-E-25122023-250883

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 53] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 25th December, 2023/Pausha 4, 1945 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

No. 45 OF 2023

[*25th December, 2023.*]

মাধ্যমিক স্তর: পর্যায় 2
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

সকলের জন্য ন্যায় সুনিশ্চিত করা

"কেউ কখনো অন্যায় সহ্য করবে না, সেটা নিজের সঙ্গে হোক বা অন্যের সঙ্গে।"
– মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে

এই কথাটি পড়ে তোমার কী মনে হয়? অবাক হবে শুনে, এই কথা বলা হয়েছিল বহু বছর আগে, যখন আজকের মতো বিশ্বায়ন ছিল না। এই উক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অন্যায় দেখলে চুপ থাকা উচিত নয়। কোন অন্যায় যেহেতু আমাকে প্রভাবিত করছে না সুতরাং আমার চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই এই ধারণা ঠিক নয়। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন কে পরিবর্তনশীল আধুনিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই হতে হবে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু আইন জানলেই হবে না, আমাদেরও সচেতন থাকতে হবে– আমাদের অধিকার, কর্তব্য ও বর্তমান আইন সম্পর্কে। এই অধ্যায়ে নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জানবে, যা তোমাকে দায়িত্বশীল নাগরিক হতে সাহায্য করবে। দেশের নাগরিক হিসেবে আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জানা তোমার কর্তব্য।

শিখন ফলাফল

তোমরা এই অধ্যায়টি পড়ে সক্ষম হবে

- নতুন ফৌজদারি আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে।
- কীভাবে এই আইন সমান সুযোগ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেটা ব্যাখ্যা করতে।
- ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে।
- আইনি সমস্যা চেনা এবং অভিযোগ জানানোর উপায় জানতে।
- নিজের ও অন্যের অধিকার রক্ষার বিষয়টি বুঝতে এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে মৌলিক কর্তব্য পালনে উৎসাহিত হতে।
- বিভিন্ন অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে জানতে।

ভারতে ফৌজদারি আইনের বিবর্তন

ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) তৈরি করেছিল প্রথম ভারতীয় আইন কমিশন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড ম্যাকলে, আর সদস্য ছিলেন মি. নিলিওড, অ্যাডারসন এবং মেলেট। তারা শুধু ব্রিটিশ ও ভারতীয় আইনই দেখেননি, নেপোলিয়নের কোড আর লিভিংস্টনের লুইজিয়ানা কোডও খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। পুরো খসড়া শেষ করেন 1850 সালে। এরপর 1856 সালে এটি আইন পরিষদে তোলা হয় এবং 6^{th} অক্টোবর, 1860-এ অনুমোদন পায়। অবশেষে, 1^{st} জানুয়ারি, 1862 থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধি কার্যকর হয়।

ভারতীয় দণ্ড বিধি আসলে দেশের ফৌজদারি আইনগুলোর সঙ্কেতিকরণ বা কোডিফিকেশন। এটি মূলত অপরাধের সংজ্ঞা ও শাস্তির দিকেই গুরুত্ব দেয়।

এরপর, 1882 সালে একটি অভিন্ন ফৌজদারি কার্য বিধি (Criminal Procedure Code) পাশ হয়। পরে আসে 1898 সালের অভিন্ন ফৌজদারি কার্য বিধি, যেটা অনেকদিন চালু ছিল। এরপর বর্তমান অভিন্ন ফৌজদারি কার্য বিধি 1973 (Criminal Procedure Code, 1973) তৈরি হয়। এই নতুন বিধি 25^{th} জানুয়ারি, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং 1^{st} এপ্রিল, 1974 থেকে কার্যকর হয়।

* https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html

ফৌজদারি আইন ও বিচারব্যবস্থা

ফৌজদারি আইন এমন এক ব্যবস্থা, যা এই নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি – রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভারত যে বিচারব্যবস্থা ব্যবহার করে, সেটিকে বলা হয় প্রতিপক্ষমূলক সাধারণ আইন পদ্ধতি । এই পদ্ধতিটি আমাদের দেশে এসেছে ব্রিটিশ শাসনের সময়। আমাদের বিচার ব্যবস্থার একটি মূল নীতি হলো – যে কেউ কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হলে, তাকে দোষী না ভেবে নির্দোষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যতক্ষণ না আদালতে প্রমাণ হয় যে সে সত্যিই অপরাধ করেছে।
অভিযুক্ত ব্যক্তি চাইলেই কিছু না বলার অধিকার রাখে – তাকে জোর করে উত্তর দিতে বাধ্য করা যায় না।

এই বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য হলো –
- নির্দোষকে রক্ষা করা এবং
- প্রকৃত দোষীকে শাস্তি দেওয়া।

রাষ্ট্র এমন প্রতিপক্ষমূলক আইন তৈরি করে এবং প্রয়োগ করে যার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত প্রতিরোধ স্পৃহা কে রোধ করা - যাতে অপরাধ হওয়ার আগে তা ঠেকানো যায় এবং অপরাধ হলে তার যথাযথ শাস্তি দেওয়া যায়। এর ফলে সমাজে শান্তি, আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।এভাবে রাষ্ট্র নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করে। যখন কোনো মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয় দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা, তার বিরুদ্ধে সঠিকভাবে মামলা করা, এবং যদি সে সত্যি দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে – শুধু আইন তৈরি করলেই হবে না, সেই আইন কীভাবে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আইন যদি সঠিকভাবে কার্যকর না হয়, তাহলে সে আইনকে কার্যকরী বলা যায় না।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860, যা ব্রিটিশ সরকার প্রণয়ন করেছিল, সেটির পরিবর্তে এখন এসেছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), 2023। এই নতুন আইনটি 25th ডিসেম্বর 2023 তারিখে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে।

এই নতুন আইনটি তৈরি হয়েছে বর্তমান সময়ের অপরাধের ধরন ও প্রযুক্তির নির্ভরতার দিকে নজর রেখে। এখন অনেক অপরাধ আছে (যেমন ডিজিটাল বা সাইবার অপরাধ) যার তদন্তের সময় ও আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিটি ধাপে প্রযুক্তির ব্যবহার দরকার। নব প্রবর্তিত আইন মৌলিক অধিকার গুলি কে রক্ষা করে ।

এই আইনের অন্যতম লক্ষ্য হল – আক্রান্তদের (যাঁরা অপরাধের শিকার) অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া, অর্থাৎ একটি আক্রান্ত-কেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা।

এছাড়াও, নতুন আইনটি:

- পুলিশের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে চায়,
- মানুষের অধিকার রক্ষায় গুরুত্ব দেয়,
- এবং তদন্ত ও প্রমাণ সংগ্রহে স্বচ্ছতা আনার জন্য ই-এফআইআর (অনলাইনে অভিযোগ দায়ের) ও তল্লাশি/বাজেয়াপ্ত করার সময় ভিডিও রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা রাখে।

BNS নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে, সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমানাধিকার ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে।

এই নতুন সংহিতায় কিছু নতুন অপরাধ যোগ করা হয়েছে, আবার পুরনো ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারাও রাখা হয়েছে।

➤ কিছু ঘৃণ্য অপরাধের শাস্তি আরও বাড়ানো হয়েছে।
➤ যেসব অপরাধকে সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিল, সেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।
➤ এমন কিছু কাজকে এখন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা ভারতের স্বাধীনতা, ঐক্য ও অখণ্ডতা-র জন্য বিপজ্জনক।

এছাড়াও, নতুন একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে – কমিউনিটি সার্ভিস (সমাজ সেবা) – যা এখন শাস্তির একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো – যেমন:

- ফৌজদারি প্রতারণা,
- জালিয়াতি,
- আর্থিক দুর্নীতি
- অবৈধ বিনিয়োগ বা যোজনা (পঞ্জি স্কিম),
- বড় পরিসরের প্রতারণামূলক মার্কেটিং,
- সাইবার অপরাধ –
  এই ধরনের অপরাধগুলোকে এখন "সংগঠিত অপরাধ" (organized crime) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মানে, এসব অপরাধ করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

নতুন আইন তৈরির কারণ (Rationale)

নতুন ফৌজদারি আইনগুলির লক্ষ্য হলো – প্রযুক্তি ও ফরেনসিক বিজ্ঞানকে আইনের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতের বিচারব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করে তোলা, যেন এটি বিশ্বমানের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

এই নতুন আইনগুলো এমন কিছু নিয়ম তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় কাজ করা সংস্থাগুলোর দায়বদ্ধতা বাড়ানো যায়, তাদের মধ্যে স্বচ্ছতা (openness) এবং নিরপেক্ষতা (impartiality) বজায় রাখা যায়।

[1]https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html
[2]https://www.mha.gov.in/sites/default/files/criminal_justice_system.pdf

এই আইনগুলোর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যেমন :

- নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ,
- নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ,
- সরকারি নথি ও মুদ্রা নিয়ে জালিয়াতি বা কারচুপি।

সব মিলিয়ে, এই নতুন আইনগুলি বিচারব্যবস্থাকে আরও সুশৃঙ্খল, সঠিক এবং আধুনিক করার জন্য তৈরি করা হয়েছে – যাতে সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং অপরাধীদের যথাযথভাবে বিচার ও শাস্তি দেওয়া যায়।

BNS-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ -

- BNS-এ মোট 358 টি ধারা রয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)-তে ছিল 511 টি ধারা।

- একই অপরাধ সংক্রান্ত একাধিক বিধানকে একত্র করে একটি ধারার অধীনে আনা হয়েছে। যেমন:
- চুরি হওয়া সম্পত্তি নিয়ে IPC-এর ধারা 410 থেকে 414 পর্যন্ত ছিল, যেগুলিকে BNS-এ একত্র করে ধারা 317-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- সংহিতার ভাষা আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও সরল করা হয়েছে, এবং ঔপনিবেশিক শব্দ ও তথ্যসূত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জানো কি?

আগে, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ-সংক্রান্ত ধারাগুলো ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)-এর বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিল। কিন্তু এখন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), 2023 -এ এই সব অপরাধের সবগুলো বিধান একত্র করে একটি আলাদা অধ্যায়ে রাখা হয়েছে — "অধ্যায় V (Chapter V)"।

- লিঙ্গ (Gender) এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– 'he' শব্দ ও এর থেকে উৎপন্ন শব্দগুলি যে কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, সে পুরুষ, মহিলা বা তৃতীয় লিঙ্গ (transgender) যেই হোক না কেন।
- তৃতীয় লিঙ্গের সংজ্ঞা নেওয়া হয়েছে Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019-এর ধারা 2(k) থেকে।

□ শিশু (Child) বলতে বোঝানো হয়েছে – 18 বছরের নিচে যেকোনো ব্যক্তি।

□ ভারতের ফৌজদারি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ‘কমিউনিটি সার্ভিস’ বা সামাজিক সেবা-কে শাস্তির একটি রূপ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ধারা 4 অনুযায়ী) । এর পাশাপাশি, অন্যান্য প্রচলিত শাস্তি যেমন– মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (দৃঢ় বা সাধারণ), সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও জরিমানাও থাকবে।
□ একই সঙ্গে, কারাদণ্ডের মেয়াদ ও জরিমানার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জানো কি?

BNS 2023-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে – ধারা **76** ও **77** অনুযায়ী, যারা অপরাধ করে (অপরাধী), তাদের ক্ষেত্রে পুরুষ, নারী বা তৃতীয় লিঙ্গ – যেই হোক না কেন, সবার জন্য একইভাবে আইন প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, শাস্তির ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গভেদ থাকবে না। একইভাবে, ধারা **141** অনুযায়ী, আক্রান্ত (যিনি অপরাধের শিকার)-র ক্ষেত্রেও লিঙ্গভেদ করা হবে না। নারী, পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গ – যেই হোক না কেন, সবার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

□ কমিউনিটি সার্ভিস এমন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হতে পারে, যেমনঃ

- সরকারি কর্মচারী অবৈধভাবে ব্যবসায় লিপ্ত হলে,
- কেউ আদালতে হাজিরা না দিলে,
- কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করে যাতে কোনো সরকারি কর্মচারী বাধ্য হয় কাজ বন্ধ করতে,
- Rs. 5000/- টাকার নিচে মূল্যের সম্পত্তি চুরি হলে,
- মদ্যপ অবস্থায় প্রকাশ্যে অশোভন আচরণ করলে,
- কিংবা কেউ মানহানিকর কিছু করলে।

□ ধারা 69 অনুযায়ী, যদি প্রতারণা বা মিথ্যা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তবে তা ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর শাস্তি হতে পারে জরিমানা ও 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড (বিনাশ্রম বা সশ্রম) ।

□ ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
□ নারী ও শিশুর প্রতি অপরাধের জন্য 63 থেকে 78 নম্বর ধারা পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় যুক্ত হয়েছে।

□ শিশুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যেমন– পরিত্যাগ করা, অপহরণ, পতিতাবৃত্তির জন্য কেনা-বেচা ইত্যাদি ধরা হয়েছে ধারা 91-97-এ।

□ অস্থাবর সম্পত্তি বলতে এখন শুধু জিনিসপত্র নয়, পেটেন্ট, কপিরাইট ইত্যাদির মতো অদৃশ্য সম্পত্তিকেও বোঝানো হয়েছে।

□ অর্থনৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে:

- জালিয়াতি,
- জাল নোট ও সরকারি স্ট্যাম্প তৈরি,
- আস্থাভঙ্গ করে প্রতারণা,
- প্রতারণামূলক বিনিয়োগ পরিকল্পনা,
- হাওলা লেনদেন ইত্যাদি।

জানো কি?

এখন থেকে, 'ভিক্ষাবৃত্তি' কেবল দারিদ্র্যের কারণে সাহায্য চাওয়া নয় – বরং মানব পাচারের (**human trafficking**) উদ্দেশ্যে শোষণের (**exploitation**) একটি রূপ হিসেবেও বিবেচিত হবে।অর্থাৎ, কাউকে জোর করে বা প্রতারণা করে ভিক্ষা করানো হলে, সেটা এখন থেকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে ধরা হবে।

□ গণপিটুনি (মব লিনচিং) – ধারা 101 (2) অনুযায়ী, যদি 05 জন বা তার বেশি ব্যক্তি মিলে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, মতবাদ বা অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করে, তাহলে প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, বা কমপক্ষে 7 বছরের জেল এবং জরিমানা দিতে হবে।

□ চতুর্দশ অধ্যায় (Chapter XIV)-এ, জনস্বার্থবিরোধী অপরাধ যেমন:

- অন্যায্য পাওনার জন্য আদালতের ডিক্রি নেওয়া,
- অপরাধীদের আশ্রয় দেওয়া,
- মিথ্যা সাক্ষ্য বা প্রমাণ সৃষ্টি করা – এসবের শাস্তির বিধান রয়েছে।

□ পঞ্চদশ অধ্যায় (Chapter XV)-এ, সার্বজনীন স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সৌজন্য ও নৈতিকতা লঙ্ঘনকারী অপরাধ যেমন:

- গণ উপদ্রব সৃষ্টিকারী কাজ,
- অসতর্ক বা বিদ্বেষপূর্ণভাবে রোগ ছড়ানো,
- খাবার বা মাদক দ্রব্যে ভেজাল,
- বেপরোয়া গাড়ি চালানো ইত্যাদির শাস্তির বিধান আছে।

App to help roll out new criminal laws in capital

Hectic Meetings On With 15,000 Personnel Already Trained

A NEW ORDER TAKES SHAPE

সূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 13.06.2024

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ ও সংশ্লিষ্ট শাস্তি (BNS অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	অপরাধ	শাস্তি	BNS ধারা
1.	ধর্ষণ	কমপক্ষে 10 বছরের কারাদণ্ড (যাবজ্জীবন পর্যন্ত হতে পারে) এবং জরিমানা। যদি 18 বছরের কম বয়সী মেয়ে গণ ধর্ষণের শিকার হয় বা পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়, তাহলে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।	ধারা 65-73
2.	প্রতারণার মাধ্যমে নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন	সর্বোচ্চ 10 বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা।	ধারা 69
3.	বহুবিবাহ (একাধিক বিয়ে করা)	সর্বোচ্চ 7 বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা।	ধারা 81
4.	ভারতে থেকে ভারতের বাইরের অপরাধে বা ভারতের বাইরে থেকে ভারতের আভ্যন্তরীণ অপরাধে সহায়তা করে	যদি সহায়তার ফলে অপরাধ সংঘটিত হয় এবং তার জন্য আলাদা শাস্তির কথা সংহিতায় বলা না থাকে, তাহলে মূল অপরাধের শাস্তি অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।	ধারা 47-49
5.	দাঙ্গা	মারাত্মক অস্ত্রসহ দাঙ্গা করলে অথবা এমন কিছু যা মারণাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তা নিয়ে দাঙ্গা করলে সর্বোচ্চ 5 বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি।	ধারা 189
6.	সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ	মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (প্যারোলের সুবিধা ছাড়া) এবং কমপক্ষে 10 লক্ষ টাকা জরিমানা।	ধারা 113
7.	বাবা-মা অথবা অভিভাবক কর্তৃক ১২ বছরের কম বয়সী শিশুকে পরিত্যাগ করা	সর্বোচ্চ 7 বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি।	ধারা 91

8.	শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ	ধারা 95 অনুযায়ী, শিশুদের শোষণ নিষিদ্ধ এবং কেউ যদি শিশুদের অবৈধ কাজে নিয়োগ, যুক্ত বা ব্যবহার করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তি– কমপক্ষে 3 বছর এবং সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। ধারা 96 – সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। ধারা 97 – সর্বোচ্চ 7 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। ধারা 98 – সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। ধারা 99 – সর্বোচ্চ 14 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা।	ধারা 95-99
9.	ভারতের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (জরিমানা সহ) অথবা সর্বোচ্চ 7 বছরের উভয় প্রকারের যেকোনো রূপ কারাদণ্ড ও জরিমানা, অথবা শুধু জরিমানা।	ধারা 151
10.	ছিনতাই	সর্বোচ্চ 3 বছরের উভয় প্রকারের যেকোনো রূপ কারাদণ্ড এবং জরিমানা।	ধারা 302
11.	আত্মরক্ষার অধিকার	BNS 2023 অনুযায়ী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকৃত।	ধারা 34-44
12.	বেপরোয়া ও অবহেলাজনিত গাড়ি চালানো	সর্বোচ্চ 10 বছরের উভয় প্রকারের যেকোনো রূপ কারাদণ্ড এবং জরিমানা।	ধারা 106

13.	সংগঠিত অপরাধ	সংগঠিত অপরাধ বলতে বোঝায়– এমন কোনো অব্যাহত অবৈধ কার্যকলাপ, যেমন অপহরণ, ডাকাতি, গাড়ি চুরি, চাঁদাবাজি, জমি দখল, চুক্তি অনুযায়ী হত্যা , আর্থিক অপরাধ, সাইবার অপরাধ, মানব পাচার– যা কোনো ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে পরিকল্পিতভাবে চালায়। সংগঠিত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।	ধারা 111

কুইজ

1. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023-এর লক্ষ্য কী?
(a) শিক্ষার মান বাড়ানো
(b) অর্থনৈতিক উন্নয়ন
(c) ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা সংস্কার ও আধুনিকীকরণ
(d) পরিকাঠামো উন্নয়ন

উত্তর: (c)

2. BNS-এ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কোন ধারায় আছে?
(a) ধারা 23
(b) ধারা 113
(c) ধারা 61
(d) ধারা 69

উত্তর: (b)

3. কোন আইনে IPC (1973) কে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে?
(a) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023
(b) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023
(c) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 2023
(d) ভারতীয় নাগরিক আইন, 2023

উত্তর: (b)

4. 'নিজের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার' BNS-এর কোন ধারায় আছে?
(a) ধারা 37
(b) ধারা 35
(c) ধারা 49
(d) ধারা 69

উত্তর: (a)

5. নতুন ফৌজদারি আইন ভারতে কবে থেকে কার্যকর হয়েছে?
(a) 1 অক্টোবর 2024
(b) 1 জুলাই 2024
(c) 5 সেপ্টেম্বর 2024
(d) 8 নভেম্বর 2024

উত্তর: (b)

কেস স্টাডি

BNS-এ প্রথমবারের মতো কমিউনিটি সার্ভিসকে শাস্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিশেষত ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজসেবা বা কমিউনিটি সার্ভিস এই কারণে আনা যাতে বিশ্বব্যাপী বর্তমান প্রবণতার সাথে একাত্ম হয়ে পুনর্গঠনমূলক ও পুনর্বাসন মূলক বিচার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যায় ।

BNS-এ সংস্কারমূলক, পুনর্বাসনমূলক ও সমাজকেন্দ্রিক বিচারব্যবস্থা - কীভাবে এটি অভিযুক্তের মানসিকতা বদলাতে পারে?

কমিউনিটি সার্ভিস অভিযুক্তকে তার অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তাকে সমাজের উপকারে কিছু করতে বাধ্য করে। BNS-এ কিছু নির্দিষ্ট ছোটখাটো অপরাধের জন্য কমিউনিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন–

- প্রকাশ্যে বা পাবলিক প্লেসে মদ্যপান (ধারা 355, BNS)
- Rs.5000/- টাকার কম চুরি (ধারা 303, BNS)
- আইনি ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দেওয়ার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা (ধারা 226, BNS)
- মানহানি (ধারা 356, BNS)
- সরকারি কর্মচারীর অবৈধ ব্যবসায় জড়িত থাকা (ধারা 202, BNS)
- ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023-এর ধারা 84 অনুযায়ী ইস্তাহার পেয়ে আদালতে হাজির না হওয়া

ভাবো ও আলোচনা করো

1. কমিউনিটি সার্ভিস কী? তোমার মতে, এটি অভিযুক্তের মানসিকতায় কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে?

2. শ্রেণিতে আলোচনা করো– কমিউনিটি সার্ভিস কীভাবে অভিযুক্তের পুনর্বাসন ও সংশোধনে সাহায্য করতে পারে?

3. সংক্ষেপে লেখো– কোন কোন অপরাধে কমিউনিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে?

সক্রিয়তা

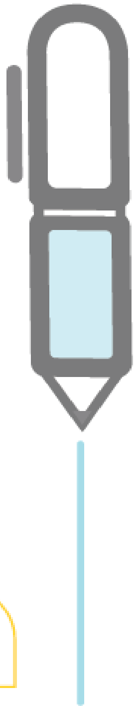

(ক) সব সম্প্রদায়ের (তাদের সদস্যসংখ্যা কম হলেও) কি সংবিধানে নির্ধারিত সমান অধিকার পাওয়া উচিত?

(খ) অন্যান্য লিঙ্গের অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে তা দেশের লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় কী ভূমিকা রাখে?

ভাবো ও আলোচনা করো

(ক) তোমাদের ক্লাসে একটি আলোচনা বা বিতর্কের আয়োজন করো–
নতুন চালু হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), 2023 নিয়ে আলোচনা করো, এবং কীভাবে এই আইন তোমাদের জীবনে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে মতামত দাও।

(খ) সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে পোস্টার ও বার্তা তৈরি করো–
BNS, 2023-এ ভুক্তভোগীদের (victims) যে অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পোস্টার ও বার্তা তৈরি কর।

(গ) দলগত কার্যক্রম–
লিঙ্গ সমতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কিছু ছোট ছড়া বা জিঙ্গল লেখো এবং স্কুলে প্রচার করো।

(ঘ) স্কুলে একটি মক লিগ্যাল এইড ক্যাম্প আয়োজন করো–
তোমার বন্ধুদের বিভিন্ন অপরাধ ও তার প্রতিকার বা অভিযোগ জানানোর উপায় সম্পর্কে জানাও।

(ঙ) নিচের প্রদত্ত উদাহরণ অনুযায়ী একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো –
নতুন ফৌজদারি আইনের কোনো একটি দিক নিয়ে সংবাদ শিরোনাম ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লেখো।

Bar Council of India issues guidelines for legal education, mandates inclusion of Bharatiya Nyaya Sanhita: List of key changes

Deepto Banerjee / TOI Education / Updated: May 27, 2024, 12:21 IST

SHARE | AA | FOLLOW US

BCI directs legal education institutions to integrate new enactments into curricula aligning with NEP 2020 and HECI. The mandate includes emerging subjects, constit ...Read More

Source: https://www.thehindu.com/news/national/bar-council-of-delhi-office-bearers-cite-issues-urge-home-minister-to-not-implement-the-new-criminal-laws/article68010251.ece

আরও কিছু তথ্যাবলী !

নতুন আইন প্রণয়নের কারণসমূহ

নতুন আইন প্রণয়নের মূল কারণগুলো হলো আমাদের বিচারব্যবস্থার নানা সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ দূর করা এবং বিচারপ্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করা। নিচে সহজ ভাষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুলে ধরা হলো–

- **আইন ও বিচারপ্রক্রিয়ার জটিলতা:** আগের আইন ও নিয়ম-কানুন এতটাই জটিল ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে নেওয়া ও কাজে লাগানো কঠিন ছিল।
- **বিচারালয়ে মামলার জট:** আদালতে প্রচুর মামলা বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকত, ফলে ন্যায়বিচারে দেরি হত।

- **দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার কম:** আগের আইনে অপরাধীদের শাস্তি হওয়ার হার অনেক কম ছিল, ফলে **অপরাধ দমন কার্যকর হচ্ছিল না। সুতরাং জরিমানা ধার্য করার কাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন জরুরী ছিল**।
- **অপরাধের তুলনায় জরিমানা কম:** অনেক অপরাধের জন্য জরিমানা খুবই কম ছিল, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না।
- **জেলে বিচারাধীন বন্দির সংখ্যা বেশি:** মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক মানুষ বছরের পর বছর বিচারাধীন অবস্থায় জেলে থাকতেন, এতে জেলগুলোতে ভিড় বাড়ত।
- **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কম:** আগের আইন ও বিচারব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কম ছিল, ফলে এর কার্যকারিতা এবং লভ্যতা দুইই বাধাপ্রাপ্ত হতো।
- **তদন্তে দেরি:** তদন্তে দেরি হলে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত এবং মামলার নিষ্পত্তি আরও পিছিয়ে যেত।
- **তদন্ত ও শুনানির জটিলতা:** তদন্ত ও শুনানির পদ্ধতি এতটাই জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী ছিল যে অনেক সময় তা আর কার্যকরী থাকত না,ফলে ন্যায্য বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে যেত।
- **ফরেনসিক প্রমাণের যথাযথ ব্যবহার না হওয়া:** আধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি ও প্রমাণ যথাযথভাবে কাজে লাগানো হত না, ফলে মামলার সঠিক রায়ে প্রভাব পড়ত।
- **বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিচারপ্রাপ্তিতে দেরি:** সমাজের প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষরা আরও বেশি সমস্যার মুখে পড়তেন কারণ বিচার ব্যবস্থা প্রক্রিয়া তাদের কাছে সুগম ছিলনা, ফলে তাদের ন্যায়বিচার পেতে অনেক দেরি হত।

Fig.1: নতুন আইন প্রণয়নের যুক্তিসমূহ

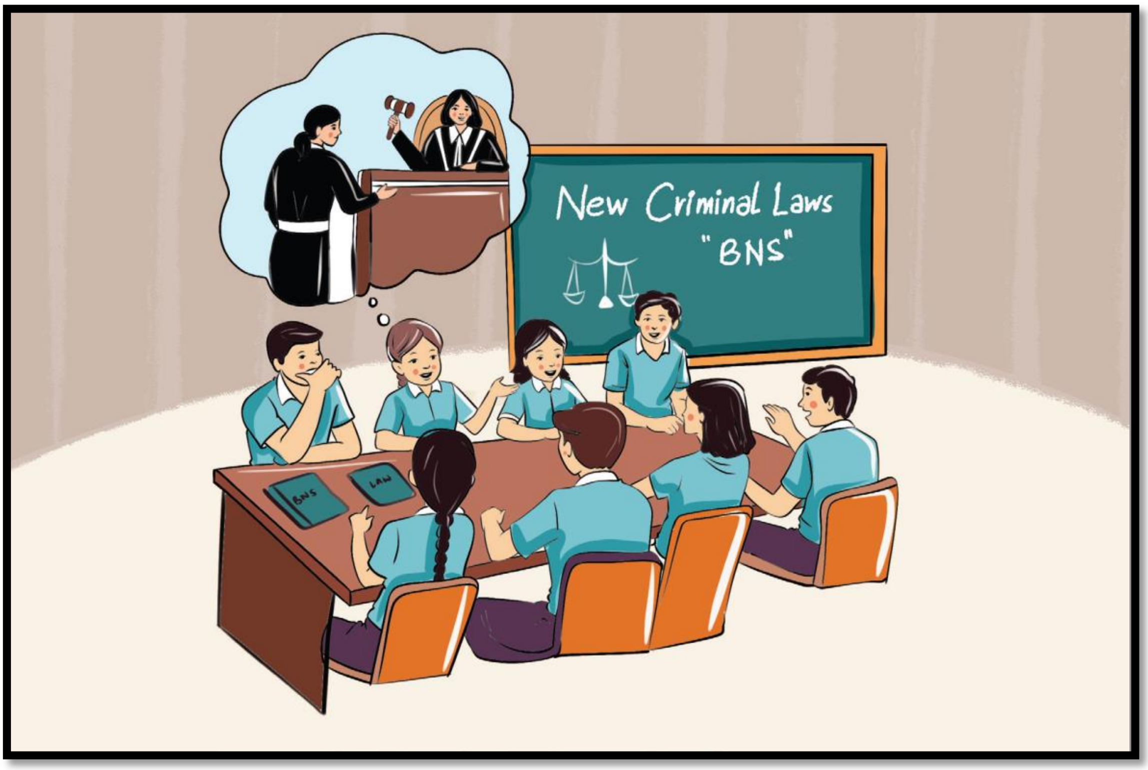

নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে , আমাদের বিচারব্যবস্থা এখন আরও সহজলভ্য, দক্ষ, ন্যায্য ও কার্যকর করার দিকে এগোচ্ছে ।

ভাবনা ও উপলব্ধি

এই অধ্যায় পড়ে তোমরা আইন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারবে, যার ফলে নিজের অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে আরও সচেতন হবে।

আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান তোমাদের দেশের নাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত ও সক্ষম করে তুলবে। এর ফলে তোমাদের মধ্যে এক ধরনের আইনি সংস্কৃতি গড়ে উঠবে– যেখানে শুধু নিজে আইন জানবে না, বরং অন্যদের মাঝেও এই আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে তথ্য ছড়িয়ে দিতে পারবে। এছাড়া, এই পাঠ শিক্ষকদের ও শিক্ষার্থীদের সকল লিঙ্গের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এবং লিঙ্গ -ন্যায়বিচার ও সমতার জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

এভাবেই আমরা সবাই মিলে আরও ন্যায়ভিত্তিক, সমতাভিত্তিক ও সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

অভিভাবকদের জন্য বার্তা

আজকের দিনে প্রযুক্তি, আর্থিক সুযোগ সুবিধা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের সন্তানরা অনেক বেশি ভালো ও খারাপ প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে। বিশেষ করে, শিশুদের মধ্যে সাইবার বুলিং, ডিপফেক, প্রতারণা, ব্ল্যাকমেইল, মাদকাসক্তি ও পাচারের মতো ঘটনা বেড়ে গেছে।

এই কারণে, শিক্ষকদের পাশাপাশি আপনাদের—অভিভাবকদের—ও দায়িত্ব বেড়েছে। আপনাদের উচিত সন্তানদের তাদের অধিকার, নিরাপত্তা, এবং অপরাধ হলে কীভাবে সাহায্য পেতে পারে—এসব বিষয়ে সচেতন করা। নতুন আইনগুলো ভুক্তভোগী বা ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষায় আরও বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে দ্রুত ও কার্যকর বিচার পাওয়া যায়।

Source: https://blog.ipleaders.in/historical-development-criminal-justice-system/

তথ্যসূত্র (References)

- https://bprd.nic.in/uploads/pdf/Women,%20Children%20and%20the%20New%20Criminal%20Laws%20(1).pdf
- https://main.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-Sep-2018.pdf
- https://nishithdesai.com/NewsDetails/13888
- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/may/doc2024522337701.pdf
- https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/criminal_justice_system.pdf
- https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/forensic-services/revamping-indias-criminaljustice-system-bns-bnss-and-bsb.pdf
- https://www.scconline.com/blog/post/2023/12/31/key-highlights-of-the-three-newcriminal-laws-introduced-in-2023/
- Law Commission Reports
- Navtej Singh Johar v. Union of India judgment
- Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 - Act 45 of 2023

UN342

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING